দি লী প ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

ক্লান্তি

আর নয়, এবার চলো।
মাঠে মাঠে ধান পেকে উঠেছে। জীবন ওঁত পেতে আছে
অজানা রাস্তায়। এবার চলো।

অনেক দিন স্থির বসে আছি। অপেক্ষায় আছি।
অনেক দিন বর্ষারাতের নূপুর বাজেনি।
আমাদের জলঘড়িগুলি শুকিয়ে গিয়েছে কতদিন।

আমি জানি, পৃথিবী রক্তাক্ত হবে আরো বহুবার।
কৌশলে বিষ মেশানো চলবে হাওয়ায়,
ধর্ম আর ধর্ষণ বেড়ে চলবে পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে।

আমি জানি, উল্টোনো কচ্ছপের মতো আকাশে পা ছুঁড়বে আমার কবিতা,
মৃত ভিখারিনিদের মধ্যে তুমি চিনে ফেলবে তোমার সুধাদিদিমণিকে,
আমাদের গমখেতে তিরতির করে কাঁপবে
গত শতাব্দীর ভোরবেলা।

তবু চলো, এই গুহাবাস থেকে বিপজ্জনক বাঁক নেওয়া পথে।
এই সব দেখব বলে।
এই সবের শেষ দেখব বলে।।

আয়ু

অম্লান। ধানখেতের ভেতর দিয়ে হাঁটি চলো। এই
আলপথে হেঁটে গেছে ব্যথিত খরিশ, একদিন।

ভয়ার্ত ইঁদুর, নীচে, থাবা তার ডুবে আছে ধানের শিকড়ে।

ওই জ্যোৎস্না গাঢ় হল; ওই প্যাঁচার কর্কশ কালো ডাক।
চলো, ধানের উত্তাপ নিয়ে আশরীর দামামা বাজাই। আজ
নাভী থেকে শুরু হোক। সমস্ত কন্দরে এসো গলিত দেহের সারাৎসার।

শ্রাবণের রাত্রিশেষে এইখানে ফুড়কি ছাতু ফুটে উঠবে একদিন—
অল্প একটু আয়ু আর অফুরান হাসি হাসি হাসি।।

অ রু ণা ভ রা হা রা য়

উড়ান

সে জানে রাত্রির গুহা, স্রোতের তপস্যা
জল ছাড়া কেউ বুঝি হাসি হতে পারে।
সে কেবল বইতে জানে, জেগে ওঠে চরে।
বৃষ্টির আবহ তাকে ধাতু জ্বেলে দেয়

নদীতে বিষণ্ণ ভাসে মাছের করোটি
এই রাতে ভালো নয় কাদের চরিত্র?
কাদের কাদের সঙ্গে সন্ধ্যার সাঁতার?
খুব বেশি দূরে নয় পাথরের গুহা

আমি শুধু স্রোত ঠেলে পৌঁছেছি বেহাগে
দুরূহ মুদ্রা ছাড়া আর কিছু নেই
এইটুকু সকাতরে মেনেই নিয়েছি
আলো ফেলে, ডানা ভুলে, উড়ে যাও কেন?

প্রবালকুমার বসু

আরোগ্য

তোমার অসুখ হলে থেমে যায় অবশিষ্ট যত কোলাহল
সন্তর্পণে সরে যায় অলিন্দয় অগোচরে রোদের নির্জন
নিভৃতে জলের কাছে ফেলে আসা অহেতুক দু-একটি কথা
স্বভাবে আড়াল করে মন্দির চুড়োর মত মধ্যরাতে ভেসে ওঠা সমুদ্র গর্জন

সেইসব কথা ফের খুঁজে পেতে পেতে রাত অপলকে হয়ে আসে ভোর
খুঁজে পেয়ে গেলে জেনো অনায়াসে কেটে যাবে অসুখের ঘোর

অনুচ্চয়

সকালের প্রথম আলো তোমার উপরে পড়েছে
অনেক দূরের থেকে আসা আলো, খুঁজে খুঁজে পর্যটনের প্রান্তে পৌঁছিয়ে
তোমার উপরে পড়েছে, অকারণে নয়, কিছু বলতে চেয়েছে
তুমি কি তা টের পাও? বুঝতে পারো ভাষার দ্যোতনা
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠো এই স্পর্শে, অনুভূতি প্রগাঢ় হয়ে ওঠে?
নাকি দিনান্তে সে ফিরে যাবে বলে, তাকে উপেক্ষাই করতে চেয়েছ

দিনান্তে ফিরে যাবে বলে বুঝি কেউ এতখানি পথ দেয় পাড়ি?
সে তো চেয়েছে থেকেই যেতে, কেন অকারণ ভ্রান্তি নিয়ে থাকো?

শোভন ভট্টাচার্য

মনাস্ট্রির মন

মেঘে মেঘে ঘুম যায় তথাগত বুদ্ধের মন্দির;
মেঘের সমুদ্র যেন, মেঘ-মোহনায় তোলে ঢেউ;
কোথায় পাহাড় আর কোথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ।

মেঘমগ্ন জনপদ... ট্যুরিস্ট গেস্টহাউসে ঘুম
ভাঙতে আর চায় না যেন; শহরের পর্যটকদল
'সানরাইজ' হবে না জেনে ছদ্মঘুমে জড়ায় কম্বল।

তখনই মেঘের ঢেউয়ে মাথা তোলে পাইনের সারি;
একাকী দলছুট লোক পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে যায়;
অদৃশ্য মনাস্ট্রি থেকে ভেসে আসে গূঢ় স্তবগান।

সেখানে প্রদীপ শিখা তুলে ধরে গৌতমের মুখ;
দেয়ালে রঙিন থাঙ্কা জাতকের গল্প বলতে চায়;
এই মেঘজন্ম থেকে চিরমুক্তি খোঁজে সে-জীবন।

দলছুট লোকটির চোখে ভেসে ওঠে মনাস্ট্রির মন;
যেখানে চিরতুষার অর্জিত বোধের মতো স্থির...

বাইরে মেঘ... ঘুম যায় তথাগত বুদ্ধের মন্দির...

শ্যামল কান্তি দাশ

আহ্বানের গান

বৃহৎ বঙ্গসমাজে সাতসকাল থেকে
একটা গান বাজছিল,
একটা উদাত্ত আহ্বানের গান।
মানুষ-মানুষী, চাষী-চাষীনি— যে যেখানে ছিল—
মাস্টার-মাস্টারনী, নেতা-নেতানী— দলে দলে
সবাই কোমর বাঁধছিল।
গান যখন বেশ জমে উঠেছে, গানে
বুঁদ হয়ে গেছে বঙ্গবাসী, তখন তুমি, তুমিই
কী এক ষড়যন্ত্রে গানটাকে আকারহীন করে দিলে।
পুষ্পেপল্লবে আমি গানের সুর তাল লয়
খুঁজতে লাগলাম।

আততায়ীদের গ্রামে মোরগ ডাকার আগেই
ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়ে গেল।

কামড়

কামড়ে ধরার একটা কৌশল আছে বটে,
কিন্তু শত চেষ্টাতেও আমি সেটা
রপ্ত করতে পারিনি।
আজ সেই বিদ্যাটা আততায়ীদের গ্রামে গিয়ে
শিখে এলাম।
বিনা রক্তপাতে আমি কামড় শিখে গেলাম।
এখন আমার শেখা সম্পূর্ণ হল বলা যায়।
এবার কেউ আমার দিকে আঙুল তুলে
রক্তপাতের আশঙ্কা করবে না।
মুখঝামটা দিতে গেলেও সাতবার ভাববে।
অর্থাৎ কিনা আমার জীবনে কোনো অশিক্ষা
কোনো অবিদ্যা রইল না।

দেবজ্যোতি রায়

রণকৌশল

চলেছি যুদ্ধের সাজে
আগাডোম, ঝাঘাডোম আমার পেছনে
নিরালম্ব রণপায় তাক লাগিয়েছি

যুদ্ধে অপারগ মানুষেরা
যুদ্ধের ভঙ্গিমা নিয়ে বাঁচে
বাতাসনির্ভর হয়ে ঢুকে পড়ে শত্রুশিবিরে

আপাত নিরীহ জলে চোরাবালি থাকে।

আমারও বাঘনখ আছে, কেউটের ফণা,
প্রচণ্ড হালুম, ভাম বেড়ালের থাবা
সব আছে
নিধিরাম সর্দারের প্রেরণাও আছে

চলুন যুদ্ধে যাই,
পাতায় পাতায় লিখে রাখি
কিছু বর্শা, বল্লম, গোলাবারুদের কথা

আমার মেকাপে কোনো ত্রুটি নেই
'ছদ্মাবরণ' থেকে বেছে বেছে চুল, দাড়ি, বন্দুক, পিস্তল
সংগ্রহ করেছি

আমার বন্ধুরাও যুদ্ধের ভঙ্গিমা নিয়ে বেঁচে আছে।

মুখে রং, ভাড়া করা ড্রেস, আত্মতৃপ্ত
নির্জন ঘরে রাজা ও উজির বধ করি

স্ত্রীর অগোচরে
বীরদর্পে বাইসেপ, ট্রাইসেপ দেখি
ড্রেসিং টেবিলে।